যুগান্তর

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কোচিং ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের রমরমা বাণিজ্য নারায়ণগঞ্জে

রাজু আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

শিল্প ও বাণিজ্য নগরী নারায়ণগঞ্জে শিক্ষা ব্যবস্থাও বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে। প্রশাসনের নীরবতা ও আইন প্রয়োগের অভাবে জেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকদের কাছে শিক্ষা ধরা দিয়েছে পণ্য হিসেবে। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুরো জেলায় চলছে রমরমা কোচিং বাণিজ্য। এসব কোচিং সেন্টারে ভালো ফলের আশায় ভর্তি হতে গিয়ে রীতিমতো প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো এখন ধনীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অনেক অভিভাবকই এসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে টাকা কামানোর বেশিন বলে আখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী জেলায় কোচিং সেন্টারের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়ার কথা থাকলেও 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই' অবস্থা বিরাজ করছে। ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মডেল টেস্ট, বিশেষ পাঠদান, দুর্বল শিক্ষার্থীদের ইনটেনসিভ কেয়ারের আড়ালে চলছে কোচিং বাণিজ্য। জেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ সরকারি তোলারাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজের পাশেই রয়েছে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে নানা অফারের ফুলঝুরি সম্বলিত প্রায় অর্ধশত কোচিং সেন্টারের ব্যানার, ফ্যাস্টুন ও পোস্টার। শহরে কোচিং পাড়া হিসেবে খ্যাত কলেজ রোডেই রয়েছে প্রায় ২০-২৫টি কোচিং সেন্টার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এ এলাকায় থাকে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ছাড়াও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন না এমন অনেকেই কোচিং সেন্টার খুলে রীতিমতো ব্যবসা করছেন। অবাক করার বিষয় হল, নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এদের অনেকেই মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠ দান করছেন। জানা গেছে, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে চাইলে তাকে অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠান বা গভর্নিং বডির অনুমতি নিতে হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই পাঠদান করাতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন ও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে পারবেন না বলেও নীতিমালায় উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র পুরোটাই ভিন্ন। যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলছে ঠিক ওই সময়েই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পাঠ গ্রহণে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, আমাদের কিছু করার নেই। স্কুল বা কলেজগুলোতে আলাদাভাবে বিশেষ ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকরা আমাদের ক্লাস না নিয়ে শহরের বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তির পরামর্শ দেন। তাই আমরা এসব কোচিং সেন্টারে আসতে বাধ্য হই।

কোচিংগুলোতে ভর্তির বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, স্কুল পর্যায়ের বিষয়গুলোর জন্য তাদের কাছ থেকে ভর্তি ফি ও আনুষঙ্গিক ফি বাবদ জনপ্রতি এককালীন ৩ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নিচ্ছেন কোচিং মালিকরা। অনেক শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা জানায়, বিভিন্ন আকর্ষণীয়, লোভনীয় অফারের কথা থাকলেও কোচিংগুলোতে আদৌ কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। নেই কোনো ভালো দক্ষ শিক্ষক। শহরের বিভিন্ন এলাকার অলি-গলিতে ছোট ছোট ভাড়া বাসা নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে এসব কোচিং সেন্টার। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই জানান, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাদের কোচিংগুলোতে ভর্তি হতে হচ্ছে। অনেক অভিভাবক ভালো ফলাফলের আশায় জোর করে ভর্তি করছেন তাদের সন্তানদের। কোচিং সেন্টারগুলোতে সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে বলে তারা জানায়। একদিকে স্কুলের পড়ার চাপ তার ওপর কোচিংগুলোর প্রতিদিনের পড়ার চাপ— এতে মানসিক ও শারীরিক দুভাবেই ভেঙে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।

> প্রশাসন নির্বিকার

অপরদিকে নারায়ণগঞ্জ শহরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নামে চলছে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য। অভিভাবকদের অভিযোগ, শহরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো এখন ধনীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তদের সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করানোর আগে শতবার চিন্তা করতে হচ্ছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরকারি কোনো নিয়ম মানা হচ্ছে না। ক্লাস পার্টির নামে সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নানা উপকরণ আদায়, কোনো শিক্ষার্থীর জন্মদিনে ওই ক্লাসের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভূরিভোজ করানোসহ নানাভাবে অর্থ নষ্ট ও অর্থ আদায় করা হচ্ছে এসব স্কুলে। অভিভাবকরা জানান, বছরে কয়েক কোটি টাকা বাণিজ্য করলেও এসব স্কুলের মালিকরা সরকারকে রাজস্ব দেন কিনা তা খোঁজ নিলেই বেরিয়ে আসবে খলের বিড়াল। এসব ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মনোভাকাঙ্ক্ষি বড়াল জানান, কোচিং সেন্টার ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়ে আমরা অচিরেই খোঁজখবর নিতে যাচ্ছি। কোথাও নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।